প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী জাহিদ হাসান। ভর্তির আগেই শুনেছিলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শতভাগ আবাসিক। প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য হলে আসন বরাদ্দ থাকে। কিন্তু হলে ওঠার পর দেখলেন তাঁর আসন নেই, থাকতে হবে গণরুমে।

বিজ্ঞাপন

শুধু জাহিদ নয়, তাঁর মতো প্রথম-দ্বিতীয় বর্ষের হাজারো শিক্ষার্থীকে থাকতে হচ্ছে গণরুমে।

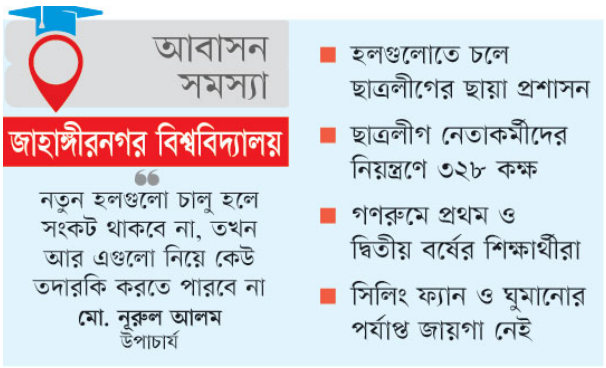

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল ঘুরে দেখা গেছে, আবাসিক হলগুলোর কমনরুম, রিডিংরুম, সংসদ রুম, নামাজের কক্ষ, সাইবার রুম ও ডাইনিংরুমকে (খাবার ঘর) গণরুমে পরিণত করা হয়েছে। প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে মেঝেতে বিছানা পেতে থাকেন। এসব গণরুমের কোনো কোনোটিতে একজনের জায়গায় কম করে হলেও তিন থেকে চারজন শিক্ষার্থী থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। এ ছাড়া দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীরা দুজনের কক্ষে ছয় থেকে আটজন এবং চারজনের কক্ষে (মিনি গণরুম) ১২ থেকে ১৪ জন করে থাকছেন। এমনকি কোনো কোনো হলে তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীরাও চারজনের কক্ষে ছয়জন করে থাকছেন। এসব গণরুমে নেই পর্যাপ্ত আলো কিংবা পড়াশোনার পরিবেশ। সিলিং ফ্যান ও ঘুমানোর জায়গাও পর্যাপ্ত নয়। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকায় অনেকের চর্মরোগ হচ্ছে। বিভিন্ন হলে এমন অবস্থায় শুধু প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীই আছে ছয় শতাধিক।

শহীদ রফিক-জব্বার হলের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী সামিউল হক বলেন, ‘ভর্তির পর দেখি, থাকতে হবে গণরুমে। তা-ও আবার মেঝে নোংরা। আমার ঠাণ্ডাজনিত সমস্যা, এর পরও বাধ্য হয়ে মেঝেতে থাকি। ’

খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, ১৬টি আবাসিক হলের মধ্যে ছাত্রীদের হলগুলোতে ছাত্রলীগের নিয়ন্ত্রণ কম থাকলেও ছাত্রদের হলগুলোতে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ তাদের। হলগুলোতে নেই হল প্রশাসন কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নজরদারি। রাতে কক্ষ কিংবা ছাদে মাদক সেবন চলে। বহিরাগতদের আনাগোনাও আছে। শিক্ষার্থীদের হলে ওঠানো, আসনবণ্টন, কক্ষের তালিকা, কোন শিক্ষার্থী কোন কক্ষে থাকবে, সাবেক শিক্ষার্থীদের বের করে দেওয়া, বিচার-সালিসসহ বিভিন্ন কাজ করছেন ছাত্রলীগ নেতারা।

ছেলেদের সব হলেই ছাত্রলীগের জন্য একটি তলা (ফ্লোর) নির্দিষ্ট করা, যেটি ‘পলিটিক্যাল ব্লক’ নামে পরিচিত। পলিটিক্যাল ব্লকের নামে ৩২৮টি কক্ষ ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা দখল করে রেখেছেন। এই কক্ষগুলোর মধ্যে নেতাদের অবস্থান অনুযায়ী চারজনের কক্ষে একজন কিংবা চারজনের কক্ষে দুজন করে ছাত্রলীগ নেতা থাকেন।

প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬টি আবাসিক হলে (ছেলে ও মেয়ে) আট হাজার ৫৫২ আসনের বিপরীতে প্রায় ১৪ হাজার শিক্ষার্থী থাকছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মঞ্চের সমন্বয়ক ও দর্শন বিভাগের অধ্যাপক রায়হান রাইন বলেন, আবাসনের বিষয়টি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় আনতে হলে মূল সমস্যা যেগুলো রয়েছে, সেগুলোর সমাধান করাটা জরুরি। হলগুলোতে এখনো সাবেক শিক্ষার্থীরা থাকেন। পাশাপাশি ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নেতারা হলে ছায়া প্রশাসন তৈরি করছেন। এসব দূর না করে নতুন হল বানালেই আবাসন সংকট দূর হবে না।

বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি আকতারুজ্জামান সোহেল কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ে সব শিক্ষার্থীর হলে আসন আছে। সেই হিসাবে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদেরও হলে আসন আছে। সুতরাং দখলের কোনো প্রশ্নই আসে না। আর পলিটিক্যাল ব্লক বলে হলে কিছু নেই। আমরা যারা ছাত্রলীগ করি, তারা চেষ্টা করি প্রভোস্ট স্যারের অনুমতি নিয়ে পাশাপাশি কক্ষে থাকতে। ’

একজনের কক্ষে চারজন বা দুজন থাকার বিষয়ে তিনি বলেন, ‘যদি ছাত্রলীগের কেউ এভাবে থাকে কিংবা কারো নামে এ রকম অভিযোগ আসে, আমরা সাংগঠনিকভাবে ব্যবস্থা নেব। ’

জানতে চাইলে হল প্রাধ্যক্ষ কমিটির সভাপতি ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. আবদুল্লাহ হেল কাফী বলেন, ‘আমার হলে ছাত্রত্ব শেষ হওয়া কোনো শিক্ষার্থী নেই। এ ছাড়া ছাত্রত্ব শেষ হওয়া শিক্ষার্থীদের এখন হলে থাকার কোনো অধিকারও নেই। অন্য কোনো হলে থাকলে আমাদের জানালে ব্যবস্থা নেব। নতুন হলগুলোর কাজ শেষ হলে সিটসংকট কমে যাবে। ’

উপাচার্য মো. নূরুল আলম কালের কণ্ঠকে বলেন, নতুন হলগুলো চালু হলে সিটসংকট থাকবে না, আর সিটসংকট না থাকলে তো তখন আর এগুলো নিয়ে কেউ তদারকি করতে পারবে না। কাউকে সিট দেওয়ার কথা বলে হলে তোলা কিংবা নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিও থাকবে না।